আচার্য শংকরের মতে ঈশ্বর

শংকরের মতে সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর। নির্গুণ ব্রহ্ম মায়া উপাধি উপহিত হলে সগুণ ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হন। শংকরের মতে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্রহ্মের উপলব্ধি করা যেতে পারে। একটি ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অপরটি পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গি। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। ব্রহ্ম জগতে উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ। ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারক। জগতের অস্তিত্ব যেমন ব্যবহারিক, তেমনি ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব প্রভৃতিও ব্যবহারিক। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সগুণ এবং ব্রহ্মই ঈশ্বর। ঈশ্বর জগতের নিয়ন্ত্রা, ঈশ্বর ভূতাধিপতি, ঈশ্বর ভূতপালক। ঈশ্বর থেকেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়। অচেতন প্রকৃতি বা পরমাণু জগতের উৎপত্তির কারণ নয়। এই ঈশ্বরই ভক্তের ভগবান, উপাসকের উপাস্য দেবতা।

কিন্তু আচার্য শংকরের মতে, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ। ব্রহ্ম শুদ্ধ নির্বিশেষ চৈতন্য। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, নিত্য, নিরবয়ব, স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ রহিত। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগৎ মিথ্যা অবভাস নয়। জগৎ সত্য। ব্রহ্ম জগৎ স্রষ্টা, পালনকর্তা ও সংহার কর্তা। এই বর্ণনা হল ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। কিন্তু স্বরূপতঃ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। 'সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতম্'। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ। তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পান। উপরোক্ত বর্ণনা ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণের বর্ণনা। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণের পার্থক্য বুঝে নেওয়া যেতে পারে। একটি মেষপালক রঙ্গমঞ্চে রাজার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যুদ্ধ করে, দেশ জয় করে, বিজিত দেশের শাসনকর্তা হয়। মেষপালক রাজার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও তাঁকে মেষপালকরূপে বর্ণনা করা হলে তার স্বরূপ লক্ষণের এবং রাজা, বিজেতা ও শাসনকর্তারূপে বর্ণনা করা হলে তার তটস্থ লক্ষণের বর্ণনা দেওয়া হয়।

অবিদ্যা নামক উপাধির দ্বারা উপহিত হওয়ার জন্যই ঈশ্বরের ‘ঈশ্বরত্ব, সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিমত্ত্ব’। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে তিনি এক অদ্বয়। অবিদ্যা উপাধির দ্বারা পরিকল্পিত ভেদ থাকাতেই নিয়ন্তা ঈশ্বর এবং জীব নিয়ম্য; জীবের মধ্যে এই ভেদমূলক জ্ঞান জন্মায়। তত্ত্বমূলক জ্ঞানের উদয়ে পরমাত্মার কোনো ভেদমূলক ব্যবহার থাকে না বা তা উৎপন্নও হয় না। জীবের তখন আত্মারিক্ত বস্তুর দর্শন হয় না। পরমাত্মা স্বরূপতঃ নির্বিকার, কিন্তু মায়ার প্রভাবে প্রবর্তক হন। তাই তিনি কর্মফলদাতা। তাই তিনি বামানি। তিনি সর্বলোকে দীপ্যমান, তাই তিনি ভামনী, সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের কোনো পারমার্থিক সত্তা নেই। ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের উদয় হলে ঈশ্বরের বা জগতের আর কোনো সত্তা থাকে না, একমাত্র ব্রহ্মেরই সত্তা আছে এই জ্ঞান হয়। কাজেই পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মেরই কেবল সত্তা আছে, আর কোনো কিছুরই যথার্থ সত্তা নেই।

অজ্ঞ ব্যক্তিরাই যাদুকরের ইন্দ্রজাল প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হয়ে পড়েন এবং যাদু সৃষ্টিকে সত্য বলে মনে করেন। যাদুকরের ফাঁকি তাদের কাছে ধরা পড়ে না। কিন্তু যারা বুদ্ধিমান যাদুকরের যাদুর ফাঁকি তারা বুঝতে পারেন এবং যাদুকরের যাদু সৃষ্টিকে মিথ্যা বলে উপলব্ধি করতে পারেন। যাদুকরের প্রকৃতই যে কোনো যাদুশক্তি নেই তা তারা বোঝেন। সেরূপ অজ্ঞ ব্যক্তিরাই জগৎ ও ঈশ্বর উভয়কেই সত্য মনে করেন। কিন্তু যারা বিজ্ঞ ব্যক্তি তারা জানেন, জগৎ অবভাস মাত্র এবং প্রকৃতই জগৎ স্রষ্টার কোনো অস্তিত্ব নেই।

সর্ব উপাধি বর্জিত পরমাত্মা বা ব্রহ্ম শুদ্ধ চৈতন্য; মায়া উপাধিযুক্ত পরমাত্মা ঈশ্বর। ঈশ্বর সগুণ ব্রহ্ম। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, বিভু এবং জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের কারণ। নির্গুণ ব্রহ্ম বা শুদ্ধ ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হতে পারেন না। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই ভক্তের ভগবান, জীবের উপাস্য দেবতা। যখন পরমেশ্বরের নির্বিশেষ রূপ উপদিষ্ট হয় তখন শাস্ত্রে তাকে শব্দ-স্পর্শাতীত, অরূপ ও অব্যয় রূপে বর্ণনা করা হয়। আর যখন তিনি উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হন, তখন সর্বকারণ হেতু তাঁকে সর্বকাম, সর্বরূপ, সর্বরস ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিশেষিত করা হয়। উপাসনার জন্য নির্গুণকে সগুণ বা সবিশেষরূপে বর্ণনা করা হয়। ঈশ্বর উপাসনার মূলে আছে উপাস্য ও উপাসকের ভেদ। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান উদিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের পূজা করা হয়, উপাস্য ও উপাসকের ভেদজ্ঞান থেকে যায়। কাজেই ঈশ্বর উপাসনা ব্যবহারিক দৃষ্টিসম্ভূত।

শংকরের মতে, সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর উপাসনা নির্গুণ ব্রহ্ম উপলব্ধির উপায়স্বরূপ। মায়াধীন জীব প্রথমে জগৎকে সত্য বলে মনে করে এবং পরে এক জগৎ স্রষ্টা ঈশ্বরের কল্পনা করে তাঁর পূজা করে। দীর্ঘকাল ঈশ্বর উপাসনার ফলে জীব ঈশ্বরকেই একমাত্র নিত্য বস্তু ও জগতকে মিথ্যা ও মায়াময় মনে করে। এইভাবে ধীরে ধীরে সে ব্রহ্ম উপলব্ধির পথে অগ্রসর হয়। এই কারণেই শংকর মনে করেন যে, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধির সোপান। ঈশ্বর উপাসনায় চিত্তশুদ্ধি ঘটে, চিত্তের মালিন্য দূর হয় এবং ব্রহ্ম উপলব্ধির জন্য মন প্রস্তুত হয়।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ